দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

২৩
ছাত্রপাঠ

জবিতে ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সি প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ

কয়েকশ' শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারেনি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস, ব্যাপক প্রক্সি পরীক্ষার অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে আসন জটিলতার কারণে কয়েকশ' শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এছাড়া মাস্টার্স চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষায়ও ব্যাপক প্রক্সি পরীক্ষার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব ঘটনা প্রকাশ হওয়ার ভয়ে সাংবাদিকদের ক্যাম্পাসে ঢুকতে বাধা দেয় এবং এক সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করে কর্তৃপক্ষ। আসন জটিলতার কথা স্বীকার করলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস ও প্রক্সি পরীক্ষার কথা অস্বীকার করেছে জবির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর জহুরুল ইসলাম। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

জবিতে ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সি

১২-এর পৃষ্ঠার পর

অধীন ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা গতকাল (শুক্রবার) থেকে শুরু হয়েছে। বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ক' ইউনিটের পরীক্ষা কাল অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার আগের রাতেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। সকাল ৮টা থেকে পরীক্ষার্থীরা পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে বলে জানা যায়। মোবাইল ফোনের কল্যাণে প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া পরীক্ষায় ছিল প্রক্সি পরীক্ষার্থীর ছড়াছড়ি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে অনেকেই প্রক্সি পরীক্ষা দেয়ার কথা স্বীকার করেছে। আসন বণ্টন নিয়ে আরেক বিড়ম্বনা পোহাতে হয়েছে শিক্ষার্থীদের। আসন জটিলতার কারণে কয়েকশ' ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

এসব ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা ছুটে আসে। তবে ঘটনা ধামাচাপা দিতে কোন সাংবাদিককে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। প্রবেশ করতে গেলে দৈনিক দেশবাংলার সাংবাদিক মহসিনকে লাঞ্ছিত করে এবং পরিচয়পত্র ছিঁড়ে ফেলে দায়িত্বরত শিক্ষকরা। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাকে পাওয়া যায়নি। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর জহুরুল ইসলাম সাংবাদিকদের কাছে আসন জটিলতার স্বীকার করলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস ও আসন জটিলতার কথা অস্বীকার করেছেন।

এদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠেয় মাস্টার্স চূড়ান্ত পর্বের টেস্ট পরীক্ষায় ব্যাপক নকল ও প্রক্সির খবর পাওয়া গেছে। নাম সর্বস্ব পরীক্ষা দিয়ে টাকার বিনিময়ে পাশ করার দেন-দরবার চলছে বলে জানা গেছে।